বি জ য় দে

হরিণের ডিম টমেটোর অমলেট

হ্যাঁ, তারিখও ঠিক হয়ে আছে, ওই দিন, প্রথম প্রকাশ-অনুষ্ঠান, স্কুল-কলেজে ছুটি থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে, অফিস-আদালতে সেদিন যে কোনও কাজ হবে না এ কথা বলা বাহুল্য, আর জনগণের ভেতরে এতটাই উৎসাহ, যে একটা মোক্ষম স্লোগান পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে গেছে

'হরিণের ডিম আনলো কে
তুমি আমি আবার কে। টমেটোর অমলেট আনলো কে
তুমি আমি আবার কে'

তার বিচিত্র প্রতিধ্বনি ও হর্ষধ্বনিসহ রাজধানী থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত কখনও প্রকাশ্যে কখনও গোপনে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু এই হরিণের ডিম টমেটোর অমলেট কোথাকার সংবিধান আর কত নম্বর আইনে প্রকাশিত হচ্ছে, সেটা নিয়ে কিন্তু জনগণের ভেতরে তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলছে,
কিন্তু সুশীল-সমাজ কিংবা বিদ্দজ্জনের বৃহদংশের বক্তব্য এটাই যে,
যুগের চাহিদা অনুসারে আমরা যদি হরিণের ডিম ছাড়িয়ে টমেটোর অমলেট পর্যন্ত পৌঁছোতে পারি, তবে জনগণের এত দিনের স্বপ্ন
সার্থক হবে বলেই মনে করি...

আমাদের ঈশ্বর যেমন যা করেন আমাদের ভালোর জন্যেই করেন তেম্নি আমাদের সরকারও যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্যেই করেন...

হরিণ ও টমেটো বিষয়ক যুগ্ম-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছেন
'আমি এই ব্যাপারে একটি কথাও বলবো না,
আইন আইনের পথে চলবে'

বমিকবিতা

স্বপ্ন একটি সাঙ্ঘাতিক ষড়যন্ত্র।
থুতু ছিটছে ঘাম ঝরছে লালা পড়ছে পুঁজ গড়াচ্ছে
কৃমি ঘুরছে

থুতু ঘাম লালা পুঁজ কৃমি
এই মাত্র বমি করলাম। আমার দুঃস্বপ্ন হেসে উঠলো

স্বপ্নসমূহ কী নিবিড় দাঁতে দাঁতে অকস্মাৎ বজ্রপাত
যেন কোথাও আজ অবিশ্রান্ত নক্ষত্র-পতন...

আমার একটাই দেশ আমার একটাই মুখ আমার একটাই মাথা
যেখানে যা-কিছু অবনত সবই তো আমার ক্ষত

থুতু ছিটছে ঘাম ঝরছে লালা পড়ছে পুঁজ গড়াচ্ছে
কৃমি ঘুরছে

থুতু ঘাম লালা পুঁজ কৃমি
ঘন চিৎকার
শ্বাসনালীর ভেতরে রক্ত রক্ত
ঘন জঙ্গল ঘন দহন ঘন মরণ
এই মাত্র বমি করলাম

স্বপ্ন একটি সাঙ্ঘাতিক ষড়যন্ত্র। দুঃস্বপ্ন আবার হেসে উঠলো

দে বা র তি মি ত্র

বিদেশী ফুল ও ফলের বিচি

লাইব্রেরি ঘরে ছিল কাঠের কৌটোয়
বিদেশের ফুলফলের শুকনো শক্ত বিচি।
আমি তা ছড়িয়ে দিই
আমাদের বাগানের মাটিতে, পাথরে।
ও মা এ তো হুবহু সে ফুল নয়—
লালে যেন লেগেছে নিজস্ব আভা,
আতুর বেদনা।
অচেনা ফলের গায়ে হাস্যবিন্দু লেগে আছে
শিশিরের মতো ফোঁটা ফোঁটা।

জীবনের টকমিস্টি শাঁস
আমি জিভ দিয়ে ছুঁয়ে দেখি।
বইয়েও পড়িনি আর ছবিতে দেখিনি,
নতুন অনন্য স্বাদ
রূপে, গন্ধে, কণ্ঠে নাড়া দেয়—
কোথাকার গান বেজে ওঠে।

দে ব জ্যো তি রা য়

বন্ধু

বহুকাল হানাবাড়ি পাহারা দিয়েছি
কী আছে পথের শেষে, ট্রাফিক পুলিশ?

আশ্চর্য মানুষ দেখে কেন চমকে উঠি?
একই অঙ্গে সাপ ও সাপুড়ে

আমি বাড়ি খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে
ভাঙা চাতালের অন্ধকারে বসি
বসে থাকি নক্ষত্রের সাথে

কুয়াশায় সঙ্গীহীন হাত দিয়ে
ধরতে চেয়েছি আরেকটি নিঃসঙ্গ হাত

আমাকে শিকার ভেবে তির ছুড়ে মারো
আমি শুধু দাবি করে যাব
ভিক্ষাপাত্রে একগুচ্ছ ফুল।

পরের স্টেশন

বারবার প্রসঙ্গ ছাড়াই ভুবনবাবুর কথা মনে পড়ে
তিনি অন্ধকারে শিরীষ গাছের ছায়া

দীর্ঘ রেলপথে ভুলোমন যাত্রীর লাগেজের মতো
চলে যান গন্তব্য ছাড়িয়ে

ছাদের কার্নিসে একটি চড়ুই পাখি একা একা ভেজে
তখনও বিশ্বাস করতে ভালো লাগে
ছাতা হাতে ছুটে আসছে ভুবন মণ্ডল

জ্যোৎস্নার ভেতর ডুবে যায় পেখমের কারুকার্য
অবান্তর স্মৃতি
চারপাশ স্তব্ধ হয়ে এলে তুমি কি শুনতে পাও
অতৃপ্ত মানুষ একা একা কথা বলে দম বন্ধ করে
ভয়ে না ঘৃণায়?

তবু মনে হয় পরের স্টেশনে দেখা হবে
ভুবনবাবুর সাথে
অন্য পরিচয়ে।

কা লী কৃ ষ্ণ গু হ

মৃত্যুদিন

হেমন্তের দিনে এসে হেমন্তের কথা
বলতে হয়।
হিমের কথা।
সেই সব প্রিয়জনের কথা
যারা ছেড়ে চলে গেছে।

এখন সব কাজ
তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে—
স্মরণের কাজ
ফেলে রাখা কয়েকটা লেখার কাজ
পরিত্যক্ত দু-একটা ভ্রমণ।

কাজগুলি সবই অপ্রয়োজনীয়
তবু শেষ করে ফেলতে হবে।

আমাদের কবি
আলোক সরকার বলেছিলেন,
'আমার কথা তোমরা শুনতে পাচ্ছ?
শোনো, আমি একদম ভালো নেই।'

আমরা আলোক সরকারের মৃত্যুদিন
পার হয়ে এলাম

কৌশিক বাজারী

কিছুই বলে না হাওয়া

পায়ে ফুটে গেছে সাদা সাপের কঙ্কাল
যখন হেঁটেছি ভেজা ঘাসের উপরে

সূর্যাস্ত শেষ হয়ে গেছে?

এসো, ঘৃণা রাখো
টই_টই জলের গেলাসে...

*

কথোপকথনগুলি প্রেতের উল্লাস
বসে থাকে দুপুরের ভাতের থালায়
আর খিদের পিছনে ওড়ে মাছি?
তবে
কাহিনির উপরে রাখো আধপোড়া দগ্ধ কৃকলাশ
ভাঙা মাস্তুল, ছিঁড়ে যাওয়া কাছি...

*

আমূল গেঁথেছে ছোরা
যেন প্রতারক পুং অঙ্গ, রক্তজবা মালার অক্ষরে
উষ্ণ বাঁট জেগে আছে রোদে
সেখানে খোদাই কার নাম?
তাকে উপড়ে তোলো
নামের অক্ষরে অন্ধ শোক মুছে যায়...

*

তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা ঘুরে ঘুরে শূন্য হতে নেমে আসছে দ্রুত!
আমরা মাড়িয়ে যাই, বনপথে, হাওয়া, তীব্র বাঁশপাতা
এ অঞ্চল অতিলৌকিক, বায়ু উপদ্রুত...

*

কিছুই বলে না হাওয়া
বয়ে যায়, দ্রুত, মৃদুমন্দ কখনো কখনো
মাথায়, অলকে, খোলা বুকের উপর হাহা হাওয়া...

নিসর্গ নির্যাস মাহাতো

মা

কলমীলতার মতো লাবণ্য চুঁইয়ে পড়েনি কখনো

বরং শুকনো খড়ের মতই তুমি
খসখসে তবু শিশিরে সোনালী রূপ পড়ে ঝরে

রোদেলা ছোঁয়ায় উজ্জ্বল তা আরও
আসলে তুমি অবহেলা, তবু ভালোবাসাটুকু

হে জননী তুমি রত্নগর্ভা নও
তবু জ্যোতিষ্ক পুত্র আমি।

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহজন্ম

সন্তোষে জাগেনি ভোর
দিনও কেটে গেল

পাখিদল উড়ে যাচ্ছে জেগে-ওঠা মুখের ওপর
ছায়া ফেলে

আমি ছায়া বড়ো ভালবাসি
দুই চক্ষু মুদে আসে মৃতপ্রায়
কী হয় কী হয় ভাব নিয়ে সন্ধ্যা এল

এ-সকল ভাবের অলীক

কিছু মিথ্যা রেখে যাব সন্ধ্যামেঘছায়ে
আজ আমার ভোরও কিছু সন্তোষে জাগেনি

২.
আবার সেসব কথা টেনে আনছি
টেনে আনছি মেঘের চূড়ার নীচে রথ

অসম্ভব রাত গেল গতরাতে
রাত গেল অকাজে কুকাজে

এখন জ্বলন্ত দিবা
এখন রাতের কথা পাপ
চতুর্দিকে টেনে আনছি জলসাপ, পুকুরের ধাপি
সমস্ত রচনা করে, এত স্পর্ধা,
ঝনঝনিয়ে বাসনকোসন
সবসুদ্ধু ডোবাতে বসেছি

এতমতো শব্দ করছি
জাগিয়ে তুলছি আশা
সে-আশায় ঢেলে দিচ্ছি গত বৃষ্টিজল
আবার আবার কেন টেনে আনছি তাকে

অসম্ভব জন্ম গেল, ভোলামন,
চোখের অপরপারে রাত্রিকালে
এ-সকল স্বপ্নলেখা থাকে